নির্বাচনে ৮০ হাজারের বেশি সেনা সদস্য মোতায়েন থাকবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮০ হাজারের বেশি সেনা সদস্য মোতায়েন করা হবে। এ ছাড়া নির্বাচন চলাকালীন সময় নিরাপত্তায় পুলিশ, র্যাব ও বিজিবি সদস্যরাও মাঠে থাকবেন।

আজ সোমবার (১১ আগস্ট) র্যাব-১০ সদর দপ্তর, কেন্দ্রীয় কারাগার ও তেঘরিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আগে প্রতি কেন্দ্রে দুজন আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করতেন।

এবার প্রিসাইডিং কর্মকর্তার নিরাপত্তা জোরদারে অতিরিক্ত একজন অস্ত্রধারী আনসার সদস্য নিয়োজিত থাকবেন।’
তিনি আরো বলেন, ‘দেশের গণমাধ্যম সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করায় প্রতিবেশী কিছু দেশের মিথ্যা সংবাদ প্রচার বন্ধ হয়ে গেছে। টাকার প্রলোভনে জুলাই-আগস্ট মাসে বহু নিরপরাধ মানুষের নামে মামলা হয়েছে। নিরীহ মানুষ যেন আইনের ফাঁদে না পড়ে, সে বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচেষ্ট রয়েছে।

কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থে অন্যকে হয়রানি করতে পারবে না।’ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উপদেষ্টা বলেন, ‘গত বছরের তুলনায় পরিস্থিতি অনেকটা উন্নত হয়েছে। এবার নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে ভোটকেন্দ্রে বডি-অর্ন ক্যামেরা বসানো হবে। তরুণ ভোটারদের জন্য বিশেষ বুথ, নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা বুথের ব্যবস্থাও থাকবে।

’

এর আগে তিনি র্যাব-১০ সদর দপ্তর ও কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করে বন্দিদের খাওয়াদাওয়া ও জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।

বাসস্ট্যান্ড ও টেম্পোস্ট্যান্ড দখল এবং চাঁদাবাজির অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘চাঁদাবাজি যে-ই করুক, তাকে আইনের আওতায় আনা হবে। ইতিমধ্যে অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিনাত ফৌজিয়া, কেরানীগঞ্জ রাজস্ব সার্কেল দক্ষিণের সহকারী কমিশনার (ভূমি) শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন, ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার মো. আনিসুজ্জামান, কেরানীগঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জাহাঙ্গীর আলম এবং র্যাব-১০ এর অধিনায়ক মো. কামরুজ্জামান প্রমুখ।

সূত্র: কালের কন্ঠ ।

অতিরিক্ত আইজি হলেন পুলিশের ৭ কর্মকর্তা

পুলিশের ডিআইজি পদমর্যাদার সাত কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়ে অতিরিক্ত আইজি করেছে সরকার। সোমবার (১১ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। অতিরিক্ত আইজি হলেন যারা–

এপিবিএনের ডিআইজি মো. আলী হোসেন ফকির, এসবির ডিআইজি জি এম আজিজুর রহমান, ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিআইজি) মো. সরওয়ার, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ডিআইজি মো. মোস্তফা কামাল, পুলিশ অধিদপ্তরের ডিআইজি কাজী মো. ফজলুল করিম, হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি মো. রেজাউল করিম এবং চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজি মো. আহসান হাবীব পলাশ।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, পদগুলোতে কর্মরত পদধারীদের পদোন্নতি, অবসর, অপসারণ কিংবা অন্য কোনো কারণে পদ শূন্য হলে পদগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে ও পদ সৃজনের তারিখ থেকে সাতটি সুপারনিউমারারি পদের মেয়াদ হবে এক বছর।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা স্বপদে বহাল থেকে দায়িত্ব পালন করবেন। জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সূত্র: কালের কন্ঠ

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে দর্শনা প্রেসক্লাবের উদ্দ্যোগে মানববন্ধন

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যার প্রতিবাদে বিচার চেয়ে চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিহত তুহিন দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টর হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে দর্শনা প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির উদ্যোগে প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে জীবননগর ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ একাত্বতা প্রকাশ করেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ‘সাংবাদিকদের ওপর হামলা করে সত্যকে দমিয়ে রাখা যাবে না। রাষ্ট্রের দায়িত্ব নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু বারবার সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা আমাদের প্রশ্নবিদ্ধ করে। অপরাধীদের বিচার না হলে নৈরাজ্য বাড়বে।’

বক্তারা বলেন, ‘রাষ্ট্রের ও সমাজের সকল কাজে সবার আগে সাংবাদিকরা থাকে। আবার এই সাংবাদিকদেরই নানা ভাবে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়। সাংবাদিকরা নির্যাতনের শিকার হলেও এসব ঘটনার সুষ্ঠু বিচার হয় না। যার ফলে একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে।’

তারা বলেন, ‘সাংবাদিকরা রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভের ভূমিকা পালন করে। অথচ রাষ্ট্রের সেই স্তম্ভের নিরাপত্তায় কোনো কোনো আইন নেই। আমরা চাই সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য একটি আইন তৈরি করা হোক। দেশের সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে যথাযথ

পদক্ষেপ নিতে হবে।’

বক্তারা আরও বলেন, ‘যুগে যুগে এদেশে সাংবাদিক হত্যার বা নির্যাতনের সঠিক বিচার হয়নি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর প্রত্যাশা ছিলো পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে। কিন্তু দুক্ষের বিষয় তা হয়নাই। বরং সাংবাদিক নির্যাতন বাড়ছেই, যেটা খুবই কষ্টের। সাংবাদিক তুহিন হত্যার সাথে জড়িতদের কঠিন বিচারের মুখোমুখি করা হোক। যাতে করে ভবিষ্যতে আর কেউ সাংবাদিক হত্যা ও নির্যাতনের মত জঘন্য কাজ করার সাহস না পায়।’

সাংবাদিক তুহিন হত্যায় জড়িতদের দ্রুত বিচার আইনে বিচারের দাবি জানিয়ে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সরকারের কাছে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান মানববন্ধনে অংশ নেয়া সাংবাদিক ও বক্তারা। এ মানববন্ধনে দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের সভাপতিত্বে, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, মাসুম বিল্লাহ, মনিরুজ্জামান ধীরু, হানিফ মন্ডল, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, সাধারণ সম্পাদক তানজির আহম্মেদ ফয়সাল উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্য রাখেন দর্শনা প্রেস ক্লাবের সদস্য- রিফাত হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন, সদস্য চঞ্চল মেহমুদ, জীবননগর প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক রিপন হোসেন, প্রবাসী সাংবাদিক শাফায়াত উল্লাহ, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সদস্য রেজাউল করীম লিটন, গণউন্নয়ন গ্রন্থাগারের সভাপতি আবু সুফিয়ান, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন।

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে ঝিনাইদহ প্রেস

ইউনিটির মানববন্ধন

গাজীপুরের সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে শহরের পায়রা চত্ত্বরে ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটির উদ্যোগে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটির সভাপতি মোঃ সাহিদুল এনাম পল্লবের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল কাজল, ঝিনাইদহ জেলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি এম এ কবির, বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি স্বপন মাহমুদ, দৈনিক ইত্তেফাকের প্রতিনিধি শাহানুর আলম প্রমূখ।

এছাড়া সাংবাদিক হত্যা এবং তাদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)’র ঝিনাইদহ জেলা সমন্বয়ক অ্যাড. আসাদুল ইসলাম আসাদ, সিনিয়র সাংবাদিক কামরুজ্জামান পিন্টু , সামাজিক আন্দোলনের নেতা রেল আব্দুল্লাহ।

উল্লেখ, চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক নিউজ করায় গত ৭ই আগস্ট রাত সাড়ে ৮টার দিকে নির্মমভাবে কুপিয়ে জবাই করে হত্যা করে দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার আসাদুজ্জামান তুহিনকে এবং একই দিন বিকালে গাজীপুরের আরেক সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন কে কুপিয়ে জখম করা হয়। উক্ত ঘটনা সহ সারাদেশের সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটেই চলেছে। কঠোর কোন শাস্তি এবং সাংবাদিক সুরক্ষার আইন না থাকায় এই ঘটনা গুলো বাড়ছে। বক্তারা হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। বক্তারা সাগর রুনি হত্যাকান্ডসহ সকল হত্যাকান্ড দ্রুত ও বিশেষ ট্রাইব্যুনালে নিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেস ইউনিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সবুজ মিয়া, কোষাধ্যক্ষ মিশুক হাসান, তথ্য প্রকাশিত সম্পাদক আবুল হাসান, নির্বাহী সদস্য বাবলু মিয়া , কালিগঞ্জ প্রেস ইউনিটি শাখার সভাপতি রাকিব হাসান ও আবুল কালাম আজাদ।

গাজায় ইসরাইলি হামলায় শিশুসহ ২২ ফিলিস্তিনি নিহত

গাজা উপত্যকায় একের পর এক ইসরাইলি হামলায় বৃহস্পতিবার দিনভর শিশুসহ অন্তত ২২ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্যকর্মীরা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তাদের বরাত দিয়ে আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর থেকে ইসরাইলি বাহিনী গাজা সিটির উত্তর-পশ্চিমে আল-শাতি শরণার্থী শিবিরের একটি আবাসিক ভবনে বিমান হামলা চালায়। এতে তিনজন নিহত হন এবং আরও কয়েকজন আহত হন।

গাজা সিটির উত্তরাঞ্চলের শেখ রিদওয়ান এলাকায় একটি বাড়িতে বিমান হামলায় এক বৃদ্ধ ও দুই নারী নিহত হন। এতে আহত হন আরও কয়েকজন।

গাজার মধ্যাঞ্চলের পশ্চিম নুসাইরাত শরণার্থী শিবিরে একটি আবাসিক ফ্ল্যাটে ইসরাইলি বাহিনীর হামলায় চারজন নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে দুইজন শিশু।

সূত্র: যুগান্তর ।

জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত ৬ মরদেহ এক বছর পর দাফন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহত হওয়া ৬ মরদেহের পরিচয় এক বছরেও শনাক্ত করতে না পেরে অবশেষে মরদেহগুলো দাফন করেছে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম।

বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা মেডিকেল থেকে লাশ বুঝে নিয়ে দুপুরে রাজধানীর জুরাইন কবরস্থানে দাফন করেছে সংস্থাটি।

শাহবাগ থানার ওসি খালিদ মনসুর বলেন, আদালতের নির্দেশের পর

মরদেহগুলো আজ সকালে আঞজুমান মফিদুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা দাফন করেছে।

তিনি বলেন, মরদেহগুলো এক বছরের বেশি সময় ধরে মর্গে ছিল। এ সময় অনেকেই শনাক্ত করতে এসেছেন। কয়েকজনের ডিএনএ নমুনা নিয়েও পরীক্ষা করা হয়েছে, তবে শনাক্ত করা যায়নি। মরদেহের দাবিদার যারা এসেছিলেন তাদের সঙ্গে কারও মেলেনি।

আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের দাফন সেবা কর্মকর্তা কামরুল আহমেদ গণমাধ্যমকে বলেন, আজ (বৃহস্পতিবার) সকালে ওই ছয়টি মরদেহ আমরা পেয়েছি। দুপুর ২টার দিকে তাদের জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

শাহবাগ থানার তথ্য বলছে, গত বছরের ৫ আগস্টের আগে ঢাকার যাত্রাবাড়ীসহ কয়েকটি এলাকা থেকে এসব লাশ আসে। ময়নাতদন্ত অনুযায়ী, তাদের বেশির ভাগের মৃত্যু হয়েছে ‘আঘাতজনিত কারণে’।

সূত্র: যুগান্তর।

উচ্চ আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য; মেহেরপুরের পারিবারিক আদালতের বিচারককে তলব

উচ্চ আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য করে আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতার পরোয়ানার অভিযোগে মেহেরপুরের সিনিয়র সহকারী জজ ও পারিবারিক আদালতের বিচারক মেহেদী হাসান মোবারক মুনিমকে সশরীরে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে বলেছেন আদালত।

গত ২০ জুলাই বিচারপতি এসএম কুদ্দুস জামানের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদেশের সূত্র ধরে গত ২২ জুলাই হাইকোর্ট বেঞ্চের ৭৯৪ নম্বর স্মারকে বিচারককে সশরীরে তলবের আদেশ পাঠানো হয়েছে। সোমবার (২৮ জুলাই) আদেশের কপি ডাকযোগে আদালতে এসে পৌঁছেছে।

এদিকে, তলবের আদেশের চিঠি পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে মামলা রিকল করে

গ্রেফতারি পরোয়ানার আদেশ বাতিল করেছেন বলে বিবাদী আবু নাহিদ নিশ্চিত করেছেন।

উচ্চ আদালতের চিঠি সূত্রে জানা গেছে, ফ্যামিলি পিটিশন নম্বর ১৩/২০২২ এর আওতায় হাইকোর্ট গত ২৬ জুন একটি স্থগিতাদেশ জারি করে, যাতে বলা হয়, বিবাদী ৫ লাখ টাকা ছয় মাসে পরিশোধ করবেন, ততদিন মামলার কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। কিন্তু এ স্থগিতাদেশ থাকা সত্ত্বেও গত ৭ জুলাই মেহেরপুর সদর উপজেলা পারিবারিক আদালতের বিচারক এবং সিনিয়র সহকারী জজ মেহেদী হাসান মোবারক মুনিম বিবাদী আবু নাহিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। বিষয়টি উচ্চ আদালতের মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নের মুখে ফেলে।

রিটকারী পক্ষের আইনজীবী মো. শাহিদুর রেজা বিষয়টি উচ্চ আদালতের নজরে আনলে আদালত ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘উচ্চ আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য করে কোন যুক্তিতে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন একজন বিচারক?’ এ ঘটনায় উচ্চ আদালতের আদেশের সরাসরি অবজ্ঞা আখ্যা দিয়ে বিচারপতি এসএম কুদ্দুস জামানের একক বেঞ্চ সিনিয়র সহকারী জজ মেহেদী হাসান মোবারক মুনিমকে আগামী ১০ আগস্ট সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে সশরীরে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটি তাৎক্ষণিকভাবে বাতিলেরও নির্দেশনা দেওয়া হয়।

রিটকারী পক্ষের আইনজীবী মো. শাহিদুর রেজা বলেন, আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে পারিবারিক আদালতে এক আদেশে ১৫ লাখ টাকা পরিশোধের রায় হয়েছিল। আমরা হাইকোর্টে রিভিশন আবেদন করলে বিচারপতি ওই জরিমানা কমিয়ে ৫ লাখ টাকা নির্ধারণ করেন এবং সে অর্থ পরিশোধের জন্য ৬ মাস সময় দিয়ে মামলার কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করেন। অথচ উচ্চ আদালতের এ আদেশ উপেক্ষা করে মেহেরপুরের পারিবারিক আদালতের বিচারক মো. মেহেদী হাসান মোবারক মুনিম বেআইনিভাবে আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

তিনি আরও বলেন, পরবর্তীতে বিষয়টি আমরা হাইকোর্টের নজরে আনলে আদালত এতে উষ্মা প্রকাশ করেন এবং বিচারককে ১০ আগস্ট সশরীরে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে হাইকোর্ট থেকে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকলেও এখন পর্যন্ত সেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রিকল করা হয়নি। এতে আমাদের মনে হচ্ছে, নিম্ন আদালতের বিচারক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমার মক্কেলকে হয়রানি করছেন।

গাংনীতে সীমান্ত দিয়ে ১৮ বাংলাদেশিকে ঠেলে দিল বিএসএফ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ৭ জন নারীসহ ১৮ জনকে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

আজ মঙ্গলবার (২৯ জুলাই) দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্ত দিয়ে ৯ জন, সহড়াতলা সীমান্ত দিয়ে ৩ জন ও দৌলতপুর উপজেলার মথুরাপুর সীমান্ত দিয়ে ৬ জনকে পুশইন করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া ৪৭ বিজিবি’র দায়িত্বপূর্ণ কাজিপুর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার হাবিবুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, কাজিপুর আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৫/৪-এস এবং ১৪৬ এর মাঝখান দিয়ে তাদের পুশ-ইন করা হয়।

তিনি আরও জানান, বাংলাদেশের এসব নারী-পুরুষ বিভিন্ন সময়ে ভারতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে বিভিন্ন কারাগারে ছিলেন। তাদের সাজা শেষ হওয়ার পর ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী সীমান্তের ওপারে জড়ো করে সুযোগ বুঝে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে দিয়েছে। তবে, পুশ-ইন হওয়া এসব ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক কিনা তা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।

এরা হলেন, নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার কাঞ্চনপুর গ্রামের রাজা শেখের ছেলে মহসিন শেখ (৩১), একই উপজেলার কাঠাধুড়ো গ্রামের টুটুল মোল্লার মেয়ে সাথি বেগম (২৪), নারায়ণগঞ্জ জেলার গাউছিয়া উপজেলার সাত্তার মিয়ার মেয়ে তানিয়া খাতুন, যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার ইদিয়া গ্রামের ইলিয়াছ শেখের ছেলে তুহিন শেখ, খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ইখরি গ্রামের ইদ্রিস মোল্লার মেয়ে ময়না বেগম, ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার রতনদিঘী গ্রামের ইছাহাক আলীর মেয়ে ফাতেমা বেগম, একই জেলার রানীশংকৈল উপজেলার বলনচা গ্রামের আকবর আলীর ছেলে সোহেল রানা, নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার মাধবপাশা গ্রামের সিদ্দিক শেখের ছেলে বরকত শেখ, ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গি উপজেলার উজিরমনি গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে ইকরামুল হোসেন, চচপাড়া গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে হাসিবুল ইসলাম,

কাচকালি গ্রামের হামিদের ছেলে জাকির আলী, বারিশা গ্রামের সোবহানের ছেলে শাহ আলম, কাশিপুর গ্রামের ছলিমুদ্দীনের ছেলে আব্দুল কাদের, কেরবাড়ি গ্রামের ইব্রাহিমের ছেলে উসিরুল ইসলাম, নড়াইল জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামের হাসমত খানের স্ত্রী লতা শেখ, বিষ্ণুপুর গ্রামের হাসু মোল্লার ছেলে রমজান মোল্লা, মেয়ে আফরোজা কানন, ছেলে রমজান মোল্লা এবং রমজান মোল্লার স্ত্রী স্মৃতি বেগম।

বিজিবির পক্ষ থেকে বিকেলে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) মথুরাপুর বিওপিতে কর্মরত হাবিলদার রবিউল ইসলামের নেতৃত্বে একটি টহল দল আজ বেলা সাড়ে ১২টার দিকে সীমান্ত মেইন পিলার ১৪১ হতে ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মথুরাপুর বাঁশবাগান এলাকা থেকে ৬ জনকে, শেওড়াতলা বিওপির টহল কমান্ডার হাবিলদার রফিকের নেতৃত্বে একটি টিম আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলারের নিকট থেকে ৩ জন এবং কাজিপুর বিওপির টহল দল সুবেদার হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৫ ও ১৪৬ এর মাঝখান থেকে ৯ জনকে আটক করেন।

এ নিয়ে বিএসএফকে প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও তাদের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। সাড়া পাওয়া গেলে নো ম্যানস ল্যান্ডে পতাকা বৈঠক করা হবে।

মুজিবনগরে মাইলস্টোন ট্রাজেডিতে নিহত মাহিয়ার দাফন সম্পন্ন

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামে নানা বাড়িতে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন, মাইলস্টোন ট্রাজিডিতে নিহত মাহিয়া।

রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিমান বিধ্বস্তে নিহত মাহিয়া তাসনিমের লাশ দাফন সম্পন্ন হয়েছে। নিহত মাহিয়া তাসনিম চুয়াডাঙ্গার কুড়াল গাছি গ্রামের মৃত ইজ্ঞিনিয়ার

মোহম্মদ আলীর মেয়ে এবং মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামের নজরুল ইসলামের নাতনী। ৫ বছর আগে বিদেশে মাহিয়ার বাবা মারা যান।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার সময় নানা বাড়ি মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

সকাল ৮ টায় জয়পুর কবরস্থান ময়দানে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মন্ডল, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজনুর রহমান সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এবং শত শত মানুষ অংশগ্রহণ করে।

নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার সকালে মাহিয়া তাসনিম স্কুল গিয়ে তিনি মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হন। মাহিয়া মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী। গুরুতর আহত হয়ে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় মারা যায়।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত্রেই তার মরদেহ নেওয়া হয় নিজ গ্রামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা জেলার কুড়ালগাছী গ্রামে।

আজ শুক্রবার সকালে তার মরদেহ নেওয়া হয় মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামে তার নানার বাড়িতে। গ্রামে লাশ পৌঁছানোর পর শত শত মানুষ তাকে একনজর দেখতে ভিড় করে।

মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে পরিবেশ। স্বজনদের চোখে অশ্রু আর মুখে বিষাদের ছাপ।

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে হেরে

গেলেন কুড়ালগাছির মায়া

ঢাকা উত্তরা দিয়াবাড়ি মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় তিনদিন মৃত্যর সাথে পান্জা লড়ে হেরে গেলেন কুড়ালগাছির মায়া।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় ৮ম শ্রেনীর ছাত্রী মাহিয়া তাসনিম ওরফে মায়া (১৩)।

মায়া দর্শনা থানার কুড়ালগাছি ইউনিয়নের মৃত ইন্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলীর মেজো মেয়ে। মৃত মায়ার পরিবারের সাথে ঢাকা উত্তরা ১৮ নং এ বসবাস করত।

গত মঙ্গলবার দুপুর ১ টা১০ মিনিটের দিকে প্রশিক্ষণ বিমান এসে মাইলস্টোন স্কুলের উপর এসে পড়লে মূহুর্তের মধ্যে আগুন ধরে সারা শরীল ঝলসে যায়।

তিনদিন চিকিৎসা শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে তার করুণ মৃত্য হয়। মাহিয়া তাসনিম ওরফে মায়ার জনাযা অনুষ্টিত হবে আজ শুক্রবার সকাল ৮ টার দিকে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামে।